সিডনীতে বাংলাদেশী খুন

কর্ণফুলীর জরুরী রিপোর্ট

নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় যে আজ রোববার (২৮/০১/২০০৭) আনুমানিক সন্ধ্যা ৮.৩০ টায় সিডনী মহানগরের নিকটবর্তী পিটারশ্যাম নামক এলাকায় একজন বয়োজেষ্ঠ্য বাংলাদেশী কিছু লুটেরা ও দুস্কৃতিকারীদের ছুরিকাঘাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। শোনা গেছে দুজন বাংলাদেশী, জনাব মন্ডল ও তার এক বন্ধুর যৌথ মালিকানায় পিটারশ্যামের 'অল ইন্ডিয়া ফ্লেভার' নামক রেস্তোঁরায় এ দুর্ঘঠনাটি ঘটে। নিহতের নাম আবদুল কাদের, বয়স: ৬৩। প্রায় একযুগের কাছাকাছি সময় তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছিলেন। আগামী কয়েকমাস পর দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকা পর তার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হতে তিনি বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল।

বাংলাদেশী বিশিষ্ঠ সমাজকর্মী জনাব রহুল আহমেদ সওদাগর থেকে জানা যায় যে, কয়েকজন অবাঙ্গালী সন্ত্রাসী উক্ত রেষ্টুরেন্টের ক্যাশ থেকে জবরদস্তি নগদ অর্থ হাতিয়ে নিতে আসলে উক্ত দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত আবদুল কাদের মুলত অন্য রেষ্টুরেন্টে কাজ করতেন, কিন্তু ঘটনার সময় তার সহকর্মি ও বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্যে তিনি অল ইন্ডিয়া ফ্লেভার রেস্তোঁরায় এসেছিলেন। লুটেরাদেরকে বাধা দিতে গিয়েই তিনি উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতের শিকার হন। তাঁকে বাঁচাতে পুলিশ ও এ্যম্বুলেন্স সহ প্যারামেডিক্স অকুস্থলে ছুটে আসে। হাসপাতালে যাওয়ার পথে নিহতের দেহে শ্বাস থাকলেও কিন্তু জরুরী বিভাগের দোরগোড়ায় পৌঁছার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়। নিহতের পরিবারের কোন সদস্য অষ্ট্রেলিয়াতে নেই, আছে অনেক বন্ধু বান্ধব ও গুনগ্রাহী। রেষ্টুরেন্ট ক্যাশ লুট ও নরহত্যা বিষয়ে একটি মামলা হয়েছে এবং হত্যার উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করতে এন.এস.ডব্লিউ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।

শোনা যায় সিডনীতে প্রকাশ্যে বাংলাদেশী হত্যাকান্ড এটি দ্বিতিয়। তার আগে ১৯৯৬ সনের মাঝামাঝি ঠিক একইভাবে কয়েকজন নেপালী সন্ত্রাসী ছাত্রের হাতে একজন বাংলাদেশী বংশদ্ভুত অষ্ট্রেলিয়ান যুবক কিংসক্রস ষ্টেশনের সামনে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। দীর্ঘদিন ধরে সে খুনের মামলাটি চলেছিল এবং শেষাব্দি চারজন দোষীর মধ্যে একজন বেকসুর খালাস পেলেও বাকি তিনজন নেপালী ছাত্রের প্যারোল বিহীন ১২ থেকে ১৭ বছরের বাধ্যতামুলক কারাবাস হয়ে যায়। খুনি নিতীন গিরি, তার সহযোগী ইবিশ কার্কি ও হেমন্ত সহ ঐ বাংলাদেশী যুবককে প্রকাশ্যে খুন করেছিল। খালাস প্রাপ্ত তাদের বন্ধুটি বছর খানেক সিডনীতে থেকে পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্থ হয়ে দেশে ফেরত গেছে। নিজের স্টুডেন্ট ভিসা নবায়ন করতে গিয়ে তৎকালীন রকডেলস্থ ইমিগ্রেশন অফিসের ভেতরে সে লাইটার দিয়ে নিজ দেহ অগ্নিদগ্ধ করে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। বন্ধুদের হাতে ঐ বাংলাদেশী যুবকটিকে নির্মমভাবে হত্যা করতে স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল বলে সে নিজে শাস্তি থেকে মুক্তি পেলেও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে তার মুক্তি মেলেনি।

কর্ণফুলীর জরুরী রিপোর্ট